Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 07-06-2026 16:57 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২৩ জ্যৈষ্ঠ ।। ১৪৩৩।। রবিবার ৭ জুন ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৬৪ সংখ্যা ।। ২পাতা

কাশ্মীরে জঙ্গিদমন অভিযান চলাকালীন বিপত্তি! পাহাড় থেকে পড়ে মৃত্যু সেনা আধিকারিকের

যুদ্ধের প্রস্তুতি, দেশের ২৪৪ জেলায় বসছে বিমান হানার বিপদ সংকেত কেন্দ্র

'ভয়ংকর রকম কমে গিয়েছে', ভারতের জন্মহার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ মাস্কের

জনরোষ-ডিম ছোড়ার আশঙ্কা

কাউন্সিলর বৈঠক বাতিল মমতার

নয়া জামানা ঃ জনরোষ ও হামলার আশঙ্কায় রবিবার বিকেলে তৃণমূল ভবনে নির্ধারিত কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলরদের জরুরি বৈঠক শেষ মুহূর্তে বাতিল করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, বিধানসভা নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ের পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূল কাউন্সিলররা প্রবল জনরোষের মুখে পড়ছেন। এই পরিস্থিতিতে বহু কাউন্সিলর নিরাপত্তাহীনতার কারণে বৈঠকে যোগ দিতে সরাসরি অনীহা প্রকাশ করেন এবং শীর্ষ নেতৃত্বকে চিঠি ও ফোনে আপত্তি জানান।ক্ষমতা হারানোর পর থেকে তৃণমূলের কাউন্সিলর ও বিধায়কদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতারের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। শনিবার রাতে গ্রেফতার হয়েছেন তৃণমূল কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত। রবিবার গ্রেফতার হয়েছেন জোড়াসাঁকোর ৩৯ নম্বর

ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মহম্মদ জসিমউদ্দিন।দলীয় সূত্রে জানা গেছে, বৈঠককে কেন্দ্র করে শাসকদল বিজেপির তরফে তৃণমূল ভবনের সামনে ব্যাপক বিক্ষোভের আশঙ্কা ছিল। এমনকি বিক্ষুব্ধ জনতা কাউন্সিলরদের লক্ষ্য করে ডিম বা পচা টমেটো ছুড়তে পারে বলেও খবর পৌঁছেছিল দলীয় নেতৃত্বের কাছে।এর পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসন্ন দিল্লি সফরও এই সিদ্ধান্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। 'ইন্ডিয়া' জোটের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যোগ দিতে তিনি শীঘ্রই দিল্লি যাচ্ছেন। দিল্লি সফরের ঠিক আগে দলীয় কার্যালয়ে বা কাউন্সিলরদের উপর ডিম ছোড়ার মতো অপ্রীতিকর ঘটনা জাতীয় রাজনীতিতে দলের ভাবমূর্তির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হত বলে মনে করেছেন নেত্রী।বৈঠক বাতিল হলেও নতুন মেয়র নির্বাচনের প্রক্রিয়া থামছে না। তৃণমূল সূত্রে খবর, শহরের কোনও গোপন ও সুরক্ষিত স্থানে ছোট ছোট দলে ভাগ করে কাউন্সিলরদের ডেকে নতুন মেয়রের নামে প্রয়োজনীয় স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হবে।প্রসঙ্গত, ৫ জুন কলকাতা পুরনিগমের মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দেন ফিরহাদ হাকিম। রাজ্যে সরকার বদলের পর থেকেই তাঁর পদত্যাগের জন্য প্রবল চাপ তৈরি হয়েছিল। মেয়রের পদত্যাগের পর পুরনিগমের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে।রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর ইতিমধ্যে কেন বর্তমান পুরবোর্ড ভেঙে দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়েছে এবং তিন দিনের মধ্যে লিখিত জবাব তলব করেছে। রাজনৈতিক মহলে জল্পনা, প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়কে পুনরায় ওই পদে ফিরিয়ে আনা হতে পারে।

রেশনে সিমেন্টভর্তি গম

চাল পাচারের অভিযোগ ২ জেলায়

নয়া জামানা ঃ একই দিনে দুই জেলায় রেশন কেলেঙ্কারির অভিযোগে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। হুগলির আরামবাগে রেশনের চাল পাচারের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে এক ডিলারের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, উত্তর চব্বিশ পরগনার গোপালনগরে রেশনের গমে বালি, পাথর ও সিমেন্টের গুঁড়ো পাওয়ার অভিযোগে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে।এদিন আরামবাগের সালেপুর ২ নম্বর ব্লকের ডোঙ্গলের আলুপট্টি এলাকায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে একটি চালবোঝাই গাড়ি আটক করেন বিজেপি নেতারা। অভিযোগ, রেশন ডিলার নয়ন ভৌমিক ওই গাড়িতে রেশনের চাল অন্যত্র পাচার করার চেষ্টা করছিলেন। খবর পেয়ে আরামবাগ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়িটি আটক করে থানায় নিয়ে আসে। এ বিষয়ে লিখিত

অভিযোগও দায়ের হয়েছে। তবে অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন নয়ন ভৌমিকের স্ত্রী। অভিযুক্ত রেশন ডিলারের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।একই দিনে উত্তর চব্বিশ পরগনার গোপালনগর থানার বনগাঁ-চাকদহ সড়ক সংলগ্ন চালকিবাজার এলাকায় রেশন ডিলার প্রদীপকুমার দত্তর দোকানে গ্রহীতারা রেশন তুলতে গিয়ে চমকে যান। গমের বস্তায় বালি, পাথরের টুকরো এবং সিমেন্টের গুঁড়ো মিশে থাকতে দেখেন তাঁরা। গ্রাহকরা তা নিতে অস্বীকার করলে ডিলারের কর্মী বলেন, মোদি যে গম পাঠিয়েছে সেটাই নিতে হবে। এই মন্তব্যে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং ডিলার ও গ্রাহকদের মধ্যে বচসা শুরু হয়। রেশন ডিলার প্রদীপ দত্ত বলেন, কল্যাণী থেকে এই বস্তাগুলি এসেছে। তার মধ্যে কী আছে জানা ছিল না। আমার কর্মচারীরা না বুঝে দিয়ে ফেলেছে।খবর পেয়ে গোপালনগর থানার পুলিশ ও খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে গমের নমুনা সংগ্রহ করেছেন। তদন্ত শুরু হয়েছে।

গ্রেপ্তার কলেজ স্ট্রিটের কাউন্সিলর

নয়া জামানা ঃ সাড়ে ৫ ঘণ্টার দীর্ঘ নাটক। দরজায় তালা ঝুলিয়ে ঘরের ভিতরে ঘাপটি মেরে বসে ছিলেন কাউন্সিলর। তবুও শেষ রক্ষা হল না। অবশেষে পুলিশের জালে কলেজ স্ট্রিটের ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মহম্মদ জসিমউদ্দিন। ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ কাউন্সিলরের বাড়িতে পৌঁছে যায় পুলিশ। শুরু হয় ডাকাডাকি। কাউন্সিলর বাড়িতেই লুকিয়ে আছেন, বুঝতে পেরে আধিকারিকরা দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেন সেখানে। তারপরেও তিনি ঘর থেকে বেরোননি। অবশেষে তালা খুলতে চাবিওয়ালাকে খবর দেয় পুলিশ।

বিক্ষোভে অপদস্থ নেতা

নয়া জামানা ঃ পরনে জামা নেই। হাঁটু পর্যন্ত গোটানো লুঙ্গি। মাথা থেকে খাবলে খাবলে চেঁচে ফেলা হয়েছে চুল। গলায় জুতোর মালা পরিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এক ব্যক্তিকে। তিনি হাওড়ার দাপুটে তৃণমূল নেতা। যাঁর বিরুদ্ধে ভুরি ভুরি দুর্নীতির অভিযোগ। ক্ষোভ ফুঁসছেন এলাকার বাসিন্দারাই। বিস্ফোরণ স্বরূপ চরম শাস্তির ব্যবস্থা নিজের হাতেই তুলে নিলেন তাঁরা।

অবৈধ লটারির রমরমা

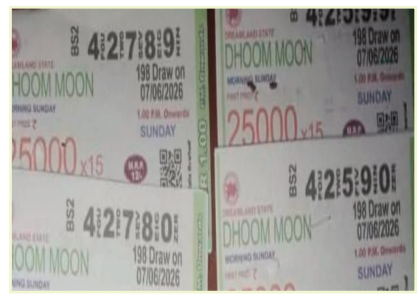

নয়া জামানা ঃ রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর থেকেই আসানসোল লাগোয়া শিল্পাঞ্চলে রমরমিয়ে চলছে 'ঝাড়খণ্ড লটারি' নামক এক অবৈধ লটারির কারবার। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ইতিমধ্যেই বড়সড় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কীভাবে পুলিশের নজর এড়িয়ে বা প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এই সক্রিয় সিন্ডিকেট কাজ করছে; তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 07-06-2026 16:57 Page 2

রহস্যময় সমুদ্রের ১০ তথ্য

নয়া জামানা ডেক্স ঃ পৃথিবীতে আছে পাঁচটি মহাসাগর। আছে পঞ্চাশটার মতো সাগর ও হাজারো নদী। এই বিশাল জলজগতে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ হাজার প্রজাতির মাছ রয়েছে। এসব তথ্যও জোড় দিয়ে বলার উপায় নেই। কারণ, এখন পর্যন্ত আমরা বিশাল সমুদ্রের অল্প অংশ সম্পর্কে ভালোভাবে জানি। সমুদ্রের অনেক গভীর অঞ্চল সম্পর্কে এখনো আমাদের অজানা, হয়তো ভবিষ্যতে প্রযুক্তি আরও উন্নত হলে সেসব জানা যাবে। এই জানা ৫ শতাংশের মধ্যে আছে নানা রহস্যময় মাছ। সেগুলোর ব্যাপারে জানলে প্রথমে অদ্ভুত লাগবে, কিন্তু সেগুলো সত্যি। এ রকম বাছাই করা ১০টি তথ্য জানাচ্ছি তোমাদের। মিলিয়ে দেখ তো, এখান থেকে কয়টি সম্পর্কে তুমি জানতে!

১। জেলিফিশের মস্তিষ্ক নেই

স্টারফিশ ও জেলিফিশ কোনো মাছ নয়, এরা সামুদ্রিক প্রাণী। উভয়েরই মস্তিষ্ক ও কঙ্কাল নেই। এরা সরল স্নায়ুতন্ত্রের সাহায্যে শরীরবৃত্তীয় কার্যকলাপ পরিচালনা করে।

২। বছরে ৩০ কোটি ডিম পাড়ে সানফিশ

সোর্ডফিশ মাছ বছরে প্রায় ৩ কোটি ডিম পাড়ে। এই মাছ বাংলাদেশে তরোয়াল মাছ নামেও পরিচিত। কিন্তু সানফিশ মাছ বছরে সোর্ডফিশের চেয়েও ১০ গুণ বেশি ডিম পাড়তে পারে, বছরে প্রায় ৩০ কোটি!

৩। গাছের চেয়েও আগে থেকে পৃথিবীতে আছে হাঙর

হাঙর পৃথিবীতে আছে গাছের চেয়েও আগে থেকে। জীবাশ্ম থেকে বিজ্ঞানীরা জেনেছেন, প্রায় ৪০ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে হাঙর ছিল। আর গাছ এসেছে তার ৫ কোটি বছর পরে, অর্থাৎ ৩৫ কোটি বছর আগে। পৃথিবীর অনেক পরিবর্তনের পরেও সমুদ্রে এখনো হাঙর টিকে আছে।

৪। বাচ্চা জন্মাতে ৪৮০০ কিলোমিটার পাড়ি

ইউরোপের কিছু প্রজাতির ইল মাছ বাচ্চা জন্মাতে নদী থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে সরগাসো সাগরে পৌঁছায়। এ সময় এদের প্রায় ৪ হাজার ৮০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হয়। নির্দিষ্ট নদীতে গিয়ে বাচ্চা ফুটিয়ে আবার ফিরে আসের আগের জায়গায়।

৫। হাঙরের হাড় নেই

হাড়ের পরিবর্তে হাঙরের দেহ কার্টিলেজ দিয়ে তৈরি। এটি নমনীয় ও মজবুত টিস্যু। আমাদের নাক ও কানের ভেতরেও হাড়ের পরিবর্তে কার্টিলেজ থাকে। এ কারণেই হাঙরের দেহ হালকা এবং দ্রুত ছুটতে পারে। বর্তমানে পৃথিবীতে ৫০০ প্রজাতির বেশি হাঙর রয়েছে।

৬। বোম্বে ডাক' হাঁস নয়, মাছ!

বোম্বে ডাক নামটা শুনলেই মনে হয় হাঁসের কোনো প্রজাতি। কিন্তু এটা আসলে মাছের নাম। আরও মজার ব্যাপার হলো, বাংলাদেশে এই মাছ বেশ জনপ্রিয়। বাংলায় একে বলে লইট্টা। ব্রিটিশ আমলে ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে লইট্টা শুটকি মালগাড়ি মেইল ট্রেনে বোম্বে (মুম্বাই) আসত। ব্রিটিশেরা এই লইট্টা শুটকির চালানকে বলত 'মেইল' বা 'ডাক'। সেই থেকে এ মাছের নাম হয় 'বোম্বে ডাক'।

৭। ইলের শকে ঘোড়া মারা যেতে পারে

বৈদ্যুতিক ইল মাছ সত্যিই একটা ঘোড়া মেরে ফেলার মতো যথেষ্ট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে।

প্রায় ৬০০ ভোল্ট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে ইল মাছ। আগে আমাজন বনে ইল মাছের শকে অনেক ঘোড়া মারা গেছে। মানুষের জন্যও বিপজ্জনক ইল মাছ। সঙ্গে সঙ্গে হার্ট ফেল হয়ে মৃত্যু হতে পারে।

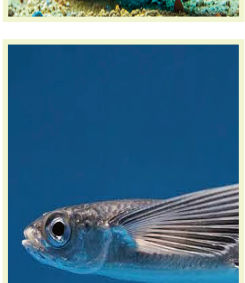

৮। উড়ন্ত মাছ উড়ে যেতে পারে ১৬৪ ফুট

উড়ন্ত মাছ প্রকৃতির বিস্ময়কর ও আকর্ষণীয় এক প্রাণী। মাছ হয়েও এরা উড়তে পারে। হঠাৎ পানি থেকে লাফিয়ে উড়ে যেতে পারে প্রায় ১৬৪ ফুট বা ৫০ মিটার পর্যন্ত। এ জন্য এরা বিশেষায়িত পেক্টোরাল পাখনা ব্যবহার করে। শিকারের হাত থেকে বাঁচতে এরা উড়ে যায়।

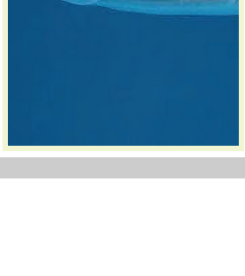

৯। টুনা মাছ বাঁচে ৫০ বছরের বেশি

টুনা মাছের কিছু প্রজাতি দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে। ব্লুফিন টুনা ৫০ বছরের বেশি বাঁচতে পারে। এরা লম্বায় হয় প্রায় ৬ ফুট। কিছু আবার ১০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। ওজন হতে পারে প্রায় ৬৮০ কেজি।

১০। সেলফিশ ১১০ কিলোমিটার গতিতে ছুটতে পারে

পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগতির মাছ সেলফিশ। এরা ঘণ্টায় প্রায় ১১০ কিলোমিটার গতিতে ছুটতে পারে। এদের পাখনা বড় ও নরম হওয়ায় দ্রুত সাঁতার কাটতে পারে।

যেখানে উটের জন্যও আছে ট্রাফিক সিগন্যাল

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ট্রাফিক সিগন্যাল সাধারণত ব্যবহার করা হয় যেন রাস্তায় চলাচল করার সময় গাড়ির সঙ্গে গাড়ির বা পথচারীর দুর্ঘটনা না ঘটে। তবে এই ট্রাফিক সিগন্যাল যদি শুধু গাড়ির জন্য ব্যবহার না করে উটদের জন্যও ব্যবহার করা হয়, তবে কেমন হয়? শুনতে আশ্চর্য লাগলেও চীনের উত্তরাঞ্চলে উটের জন্য রয়েছে এমন ট্রাফিক সিগন্যাল। উটের জন্য পৃথিবীতে প্রথমবার এই সিগন্যাল চালু করা হয়েছে। চীনের গাংসু প্রদেশের ডানহুয়াং শহরের উট ও পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে চীনা প্রশাসন এমন ব্যবস্থা নিয়েছে বলে চীনের সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে। বিশেষ এই ট্রাফিক সিগন্যালের সবুজ সংকেতে উট চলাচল করে এবং সিগন্যালটি যখন লাল সংকেত দেয়, তখন রাস্তায় চলাচল করা উটকে থামাতে হয়। এর ফলে চীনের মিংশা পর্বত ও ক্রিসেন্ট স্প্রিংয়ের দর্শনার্থীরা সেখানে চলাচল করা উটের সঙ্গে দুর্ঘটনায় না জড়িয়ে নিরাপদে চলাচল করতে পারেন। এর ফলে এই অঞ্চলে পর্যটকদের নিরাপত্তা বেড়েছে। পাশাপাশি পর্যটকের সংখ্যাও বাড়ছে।

কানাডায় অদ্ভুত নামের তিন রাস্তা

নয়া জামানা ডেক্স ঃ শিরোনামটি পড়ে মনে হয়তো প্রশ্ন জাগছে, কানাডার এসব রাস্তায় কি অদ্ভুত কোনো ঘটনা ঘটে? নাকি এখানে কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে? আসলে এসব রাস্তায় নিয়মিত যানবাহন চলাচল করে, ঠিক বাকি সব রাস্তার মতো। কিন্তু কানাডার মানুষের কাছে এই তিনটি রাস্তা 'অদ্ভুত' খ্যাতি অর্জন করেছে, কারণ এদের নাম অদ্ভুত। রাস্তা তিনটির নাম 'দিস স্ট্রিট', 'দ্যাট স্ট্রিট', 'দ্য আদার স্ট্রিট'। মানে 'এই রাস্তা', 'ওই রাস্তা', 'অন্য রাস্তা'।পথ চলতে রাস্তার পাশে থাকা মাইলফলকে প্রায়ই আমাদের চোখে পড়ে অদ্ভুত জায়গা বা সড়কের নাম। জায়গাগুলোর নাম দেখে হাসি পেলেও ঠিকানা খুঁজে পেতে খুব একটা সমস্যা হয় না। কেউ জায়গার নাম শুনে কোনদিকে যেতে হবে, বলে দিতে পারেন। তবে কানাডার নোভা স্কোটিয়া প্রদেশের পোর্টার্স লেক শহরে প্রথমবারের মতো যাওয়া কোনো অতিথি বা পর্যটকের কাছে ঠিকানা খুঁজে পেতে বেগ পাওয়া খুব স্বাভাবিক। রাস্তা তিনটির মধ্যে 'ওই রাস্তা' ও 'অন্য রাস্তা' পাশাপাশি অবস্থিত। আর এই দুটো রাস্তাকে যুক্ত করেছে 'এই রাস্তা'।অনেকে তো প্রায়ই মজা করে বলেন, পোর্টার্স লেক শহরে রাস্তার নাম ভাবতে ভাবতে মাথা ঘুরে যায়। তাই লোকে 'এই রাস্তা', 'ওই রাস্তা' ও 'অন্য রাস্তা'র মতো অদ্ভুত নাম ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এত নাম থাকতে এমন অদ্ভুত নাম কেন? মূলত এসব অদ্ভুত রাস্তার নামের পেছনে লুকিয়ে আছে স্থানীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি, স্মৃতি, ঐতিহ্য ও মজা করার প্রবণতা।কানাডায় চলাফেরা করলে প্রায়ই চোখে পড়ে এ ধরনের রাস্তা। দেশটি সমৃদ্ধ ইতিহাস ও সংস্কৃতির জন্য বিখ্যাত। শহরের নামেও এর প্রভাব আছে। প্রথমে নিজেদের ঐতিহ্য, পরে ফরাসি প্রভাবের মিশ্রণে তৈরি হয়েছে মজার ও অদ্ভুত নামের এসব রাস্তা।শুধু কানাডায় নয়, অন্যান্য দেশেও এ ধরনের রাস্তার দেখা মেলে। যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর,পশ্চিম ওরিগন রাজ্যের কালভার শহরে দেখা মেলে 'দিস ওয়ে লেন' ও 'দ্যাট ওয়ে লেন'-এর। এ ছাড়া আছে 'বল্ড হিল রোড' বা 'ন্যাড়া পাহাড় রাস্তা'! এই নাম হলেও রাস্তাটি কিন্তু পুরোপুরি গাছবিহীন নয়। 'নো নেম রোড' নামেও রাস্তা আছে। নামকরণের সময় নাম নির্ধারণে ব্যর্থ হওয়ায় এই নাম পায় রাস্তাটি।

বিশ্বের প্রথম রোবট সিইও

নয়া জামানা ডেক্স ঃ সায়েন্স ফিকশন গল্পে দেখা যায় মানুষের মতো রোবট, যা পরিচিত হিউম্যানয়েড রোবট হিসেবে। সায়েন্স ফিকশনের পাতা থেকে এখন বাস্তব পৃথিবীতে চলে এসেছে এই রোবট। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে চলা রোবটটির নাম মিকা। বুদ্ধিমান হওয়ায় মিকা বুঝতে পেরেছে, তার মতোই আরেক হিউম্যানয়েড রোবট সোফিয়া পৃথিবীতে ব্যাপক জনপ্রিয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করা সিস্টেমগুলোও আছে মানুষের পছন্দের তালিকায়। যেমন চ্যাটজিপিটি একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করা চ্যাটিং সিস্টেম। এটি ঘিরে কৌতূহলের শেষ নেই মানুষের।

এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে যারা সংবাদ উপস্থাপনা করে, তারা নিয়মিত খবরের শিরোনাম হচ্ছে।সে জন্যই বোধ হয় পেছনে পড়ে থাকতে চায় না মিকা। সে যোগ দিয়েছে পোল্যান্ডের একটি প্রতিষ্ঠানের 'সিইও' তথা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পদে।

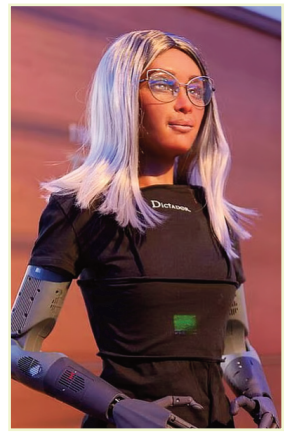

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 07-06-2026 16:57 Page 3

স্কুলের অফিসেই নাবালিকাকে শ্লীলতাহানি, ধৃত ভাইস প্রিন্সিপাল

সীতারাম মুখার্জি,নয়া জামানা , অন্ডাল ঃ স্কুলের অফিসের মধ্যে নাবালিকা ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন এক বেসরকারি স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল।অভিযুক্তের নাম রাজা প্রসাদ।ঘটনাটি অন্ডালের উখড়া এলাকার একটি সিবিএসই অনুমোদিত ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, উখড়া গ্রামের আড়ৎ পাড়া এলাকায় অবস্থিত ওই স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রীকে স্কুলের অফিসকক্ষে ডেকে নিয়ে গিয়ে অসদাচরণ ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠে রাজা প্রসাদের বিরুদ্ধে।অভিযোগ, একাধিকবার ওই ছাত্রীর সঙ্গে এমন আচরণ করেছে ঐ শিক্ষক। পরিবারের সদস্যরা সম্প্রতি বিষয়টি জানতে পেরে শনিবার অন্ডাল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ।অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ।ঐ দিনই অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে উখড়া ফাঁড়ির পুলিশ। রবিবার ধৃতকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়।তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্তকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার আবেদন করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। একইসঙ্গে নির্যাতিত ছাত্রীর মেডিকেল পরীক্ষাও সম্পন্ন হয়েছে।স্কুলের ভিতরে এমন ঘটনার অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই অভিভাবকদের মধ্যে তীব্র উদ্বেগ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন তাঁরা।পুলিশ ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে এবং তদন্ত অব্যাহত রয়েছে ।

রক্তাক্ত নানুর, দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিতে মৃত্যু ১, আহত একাধিক

নয়া জামানা,বীরভূম ঃ ফের রক্তাক্ত নানুর। পুরনো বিবাদকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনায় আহত হয়েছেন দু'পক্ষের অন্তত ১০ জন। তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। শনিবার রাতে বীরভূমের কীর্ণাহার থানার লডাঙা গ্রামে ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও এলাকায় মোতায়েন রয়েছে প্রচুর পুলিশ।মৃত ব্যক্তির নাম শেখ মকসুদ (৪৯)। তিনি লডাঙা গ্রামের বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে খ বর, প্রায় এক বছর আগে স্থানীয় মসজিদে মৌলবি নিয়োগকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়। সেই পুরনো দ্বন্দ্ব থেকেই শনিবার রাতে নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায়।অভিযোগ, শনিবার রাতে প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে ফেরার সময় শেখ মকসুদের উপর হামলা চালানো হয়। পরিবারের দাবি, প্রথমে বাঁশ, লাঠি ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাঁর উপর চড়াও হয় অভিযুক্তরা। পরে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। মকসুদের চিৎকার শুনে পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়রা ছুটে এলে দুই পক্ষের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ বেঁধে যায়। বাঁশ, লাঠি ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে একে অপরের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে।ঘটনায় আহত হন দু'পক্ষের মোট ১০ জন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কীর্ণাহার থানার পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় শেখ মকসুদের।

মৃতের পরিবারের এক সদস্যের অভিযোগ, মকসুদ বাড়িতে ছিল। ওকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মারধর করা হয়। পরে গুলি করে খুন করা হয়। হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে মৃত্যু হয়। গ্রামের মসজিদে মৌলবি নিয়োগ নিয়ে আগে থেকেই ঝামেলা ছিল।

চ্যাংড়াবান্ধায় চালু হোল্ডিং সেন্টার, প্রথম দিনেই আনা হল ১০ বাংলাদেশিকে

নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ ভারত সরকারের নির্দেশ এবং কোচবিহার জেলা প্রশাসনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চ্যাংড়াবান্ধা ট্রাক ওনার্স ভবনে আজ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হলও বাংলাদেশি হোল্ডিং সেন্টার। প্রথম দিনেই সেখানে ১০ জন বাংলাদেশি নাগরিককে নিয়ে আসা হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, হোল্ডিং সেন্টারে আনা ১০ জনের মধ্যে পুরুষ, মহিলা এবং কয়েকজন শিশুও রয়েছে। তাঁদের নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে এই কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও কাউকে এখানে আনা হবে কি না, সে বিষয়ে প্রশাসনের তরফে স্পষ্টভাবে কিছু জানানো হয়নি। হোল্ডিং সেন্টার চালু হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার মানুষের মধ্যে নানা ধরনের আলোচনা শুরু হয়। পরিস্থিতি যাতে স্বাভাবিক থাকে এবং কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেই কারণে সকাল থেকেই এলাকায় কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। ট্রাক ওনার্স ভবন এবং তার আশপাশে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশের পাশাপাশি প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মীরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এদিন হোল্ডিং সেন্টারের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখ তে ঘটনাস্থলে আসেন মেখলিগঞ্জ থানার ওসি মোহাম্মদ শাহাবাজ এবং মেখলিগঞ্জ ব্লকের বিডিও নরেশ রাজ রাই। তাঁরা পুরো এলাকা ঘুরে দেখেন এবং নিরাপত্তা ও অন্যান্য ব্যবস্থার বিষয়ে খোঁজখবর নেন। তবে এই কেন্দ্র চালু হওয়ার বিষয়ে প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কোনও আধিকারিক সংবাদমাধ্যমের সামনে বিস্তারিত মন্তব্য করতে চাননি। এদিকে, হোল্ডিং সেন্টার চালু হওয়াকে ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। কেউ বলছেন, সরকারের নির্দেশ মেনেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাই প্রশাসন নিশ্চয়ই প্রয়োজন বুঝেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আবার কেউ কেউ নিরাপত্তা এবং এলাকার ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি নিয়ে কিছুটা উদ্বেগও প্রকাশ করেছেন।এই বিষয়ে এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য সুনির্মল গুহ বলেন, প্রশাসন যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা নিয়ম মেনেই নেওয়া হয়েছে। তবে স্থানীয় মানুষের স্বার্থ এবং এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলার বিষয়টিও সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখা প্রয়োজন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, প্রশাসন সব দিক বিবেচনা করেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।অন্যদিকে, চ্যাংড়াবান্ধার সিঅ্যান্ডএফ ব্যবসায়ী জয় কুমার গুপ্তা জানান, সীমান্তবর্তী এলাকায় এমন একটি কেন্দ্র চালু হওয়ায় অনেকের মধ্যেই কৌতূহল তৈরি হয়েছে। তবে ব্যবসা-বাণিজ্য বা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যাতে কোনো সমস্যা না হয়, সেদিকে প্রশাসনের নজর রাখা প্রয়োজন বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন। সব মিলিয়ে, চ্যাংড়াবান্ধায় বাংলাদেশি হোল্ডিং সেন্টার চালু হওয়াকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। প্রথম দিনেই ১০ জনকে সেখানে নিয়ে আসা হয়েছে এবং কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। আগামী দিনে এই কেন্দ্রকে ঘিরে প্রশাসন কী পদক্ষেপ নেয় এবং পরিস্থিতি কোন দিকে যায়, সেদিকেই এখন নজর স্থানীয় বাসিন্দাদের।

জমি বিবাদ-আশ্রম কর্তৃপক্ষকে ধমকের অভিযোগ, গ্রেপ্তার বালি ব্যবসায়ী সোহেল রহমান

নয়া জামানা,জলপাইগুড়ি ঃ মাদারিহাট থানার শিশুবাড়ি এলাকার পরিচিত বালি-বজরি ব্যবসায়ী সোহেল রহমানকে গ্রেফতার করাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। শনিবার গভীর রাতে বীরপাড়া থানার পুলিশ তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। এরপর দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেফতার করা হয়। রবিবার তাঁকে আলিপুরদুয়ার জেলা আদালতে তোলা হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি জমি সংক্রান্ত বিবাদ এবং একটি আশ্রমের কর্তৃপক্ষকে ভয় দেখানো বা ধমক দেওয়ার অভিযোগে সোহেলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। সেই মামলার ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ বলে পুলিশের দাবি। তবে তদন্তের স্বার্থে পুলিশ এখ নও বিস্তারিতভাবে কিছু জানাতে চায়নি। এদিকে সোহেল রহমানের গ্রেফতারের খবর ছড়াতেই নানা জল্পনা শুরু হয়ে যায় এলাকায়। অনেকেই প্রথমে মনে করেছিলেন, বালি-বজরি ব্যবসা সংক্রান্ত কোনও মামলার জেরেই তাঁকে আটক করা হয়েছে। কারণ বীরপাড়া থানা এলাকার একাধিক নদীতে বালি ও বজরির ইজারা রয়েছে সোহেল রহমানের হাতে। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত এবং এলাকায় একজন প্রভাবশালী ব্যবসায়ী হিসেবেই পরিচিত। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর থেকেই বিভিন্ন কারণে সোহেলের ওপর চাপ বাড়তে থাকে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল, সরকার নির্ধারিত মূল্যের তুলনায় বেশি হারে রয়্যালটি আদায় করা হচ্ছে। যদিও এই অভিযোগ নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা চললেও, তাঁর গ্রেফতারের সঙ্গে সেই বিষয়ের কোনও সরাসরি যোগ রয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ সোহেল রহমানকে থানায় নিয়ে যাওয়ার পর থেকেই এলাকায় মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের শীর্ষ কর্তাদেরও তৎপর হতে দেখা যায়। জানা গেছে, তদন্তের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার অমিত কুমার সাউ কয়েক ঘণ্টা বীরপাড়া থানায় উপস্থিত ছিলেন। এতে ঘটনাকে ঘিরে কৌতূহল আরও বেড়ে যায়। তবে সোহেল রহমানের পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন এবং ঘনিষ্ঠদের বক্তব্য একেবারেই ভিন্ন। তাঁদের দাবি, সোহেলের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তার কোনও ভিত্তি নেই। তাঁকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে।স্থানীয় বাসিন্দা মমিনুল ইসলাম বলেন, আমরা ছোটবেলা থেকে সোহেলকে দেখে আসছি। ও একজন পরিশ্রমী মানুষ। ব্যবসা করে নিজের জায়গা তৈরি করেছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, হজও করেছে। এমন একজন মানুষ এই ধরনের কাজ করতে পারে বলে আমরা বিশ্বাস করি না। ওর বিরুদ্ধে যা অভিযোগ করা হয়েছে, সবই মিথ্যা।

মন্ত্রিত্বের পর শিলিগুড়িতে ফিরলেন শঙ্কর ঘোষ, স্কুটার চালিয়ে শহরে প্রবেশ

বাবলু রহমান, নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পাওয়ার পর প্রথমবার নিজের শহর শিলিগুড়িতে ফিরলেন শঙ্কর ঘোষ। রবিবার সকালে ট্রেনে করে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে পৌঁছন তিনি। স্টেশনে নামতেই দলীয় কর্মী-সমর্থক, শুভানুধ্যায়ী এবং সাধারণ মানুষের ভিড়ে উৎসবের আবহ তৈরি হয়। আর সেখান থেকেই একেবারে সাধারণ মানুষের মতো নিজের স্কুটার নিয়ে শহরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি। মন্ত্রী হওয়ার পরও তাঁর এই সাধারণ জীবনযাপন দেখে অনেকেই প্রশংসা করেন।স্টেশনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শঙ্কর ঘোষ বলেন, দেশের মানুষ দুর্নীতি, অপশাসন এবং তোষণের রাজনীতির বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। মানুষের মধ্যে যে ক্ষোভ দীর্ঘদিন ধরে জমে ছিল, নির্বাচনের ফলাফলে তারই প্রতিফলন দেখা গিয়েছে। তিনি বলেন, এখন আর বেশি কথা বলার সময় নয়, কাজ করার সময়। মানুষের যে আশা-আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, তা পূরণ করাই সরকারের প্রধান লক্ষ্য। মন্ত্রী হওয়ার দায়িত্ব নিয়ে তিনি বলেন, আমি শুধু মন্ত্রী হইনি, আমি শিলিগুড়ির মন্ত্রী হয়েছি, উত্তরবঙ্গের মন্ত্রী হয়েছি। দল আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে, একজন কর্মী হিসেবে সেই দায়িত্ব পালন করাই আমার কাজ। সকলকে সঙ্গে নিয়েই উন্নয়নের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। শঙ্কর ঘোষ বলেন, শঙ্কর ঘোষ মন্ত্রী হয়ে ফেরেনি, মন্ত্রী হয়েছে শিলিগুড়ি। এই শহর আমাকে বড় করেছে, মানুষের ভালোবাসা আমাকে আজকের জায়গায় নিয়ে এসেছে। তাই এই সম্মান আসলে শিলিগুড়ির মানুষের সম্মান।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 07-06-2026 16:57 Page 4

আমঝুপি নীলকুঠিকে ঘিরে আছে লর্ড ক্লাইভ এবং মির জাফরের স্মৃতি

বাংলায় নীলকর সাহেবদের অত্যাচার এবং নীল বিদ্রোহের ইতিহাস আমরা সবাই জানি। ১৭৭৭ সালে ফরাসি বণিক লুই বোনার্ড প্রথম ভারতে নীল চাষ শুরু করেন। ক্যারল ব্লুম নামের এক ইংরেজ নীলের বাণিজ্যিক উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তখন নীলের ব্যবসা ছিল খুব লাভজনক। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মুনাফা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল বাংলায় উৎপাদিত নীল। ১৮৩০ সাল নাগাদ সারা বাংলায় ১ হাজারেরও বেশি নীলকুঠি ছিল বলে জানা যায়। প্রথম দিকে নীলকর সাহেবরা নীল চাষের জন্য কৃষকদের থেকে জমি কিনতেন অথবা ভাড়া নিতেন। পরবর্তীকালে তারা চাষিদের ওপর অত্যাচার শুরু করলেন। ভয়ানক নির্যাতন করে চাষিদের নীল চাষে বাধ্য করা হত। যে চাষি দাদন বা অগ্রিম অর্থ নিতেন, তিনি আর নীল চাষের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হতে পারতেন না। নীলকর সাহেবরা ছিলেন প্রতরণায় সিদ্ধহস্ত। তাঁদের স্বার্থ রক্ষা করত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকারের আইন তথা প্রশাসন। চাষিরা আদালতে গিয়েও সুবিচার পেতেন না। শেষে নীল চাষিরা বিদ্রোহ করেন। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে সংগ্রামের আগুন। এখন আর নীলকর সাহেবরা নেই। কিন্তু নানা জায়গায় তাঁদের নীলকুঠিগুলি রয়ে গিয়েছে। সেগুলোকে নিয়ে স্থানীয় মানুষদের মধ্যে তৈরি হয়েছে নানা রকম গল্প, জনশ্রুতি। বাংলাদেশের মেহেরপুর জেলার আমঝুপি নীলকুঠিকে ঘিরে রয়েছে এমনই গল্প। লোকে বলে থাকেন, এই বাড়িতেই নাকি নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে ক্ষমতা থেকে সরানোর জন্য লর্ড ক্লাইভ ষড়যন্ত্র করেছিলেন মির জাফরের সঙ্গে। তবে বেশির ভাগ গবেষকের মতে, এমন ধারণার কোনো ভিত্তি নেই। মেহেরপুর জেলা সদর থেকে মোটামুটি ৬ কিলোমিটার দূরে আমঝুপি গ্রামে এই নীলকুঠি অবস্থান করছে কাজলা নদীর পাশে। ইতিহাসবিদদের মতে, ১৮১৫ সাল বা তার কয়েক বছর পরে এটি স্থাপিত হয়েছিল। প্রথম দিকে এখানে নীলকুঠি থাকলেও পরবর্তীকালে এই স্থাপত্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হত। প্রায় ৭৭ একরের মতো জায়গা জুড়ে গোটা নীলকুঠি চত্বর। প্রবেশপথ রয়েছে দু'টি। চত্বরের মাঝখানে মূল ভবন। দু'দিকে ফুলের বাগান। এখানকার এক বিশেষ দ্রষ্টব্য কবুতরের ঘর। চিঠি আদানপ্রদানের জন্য যে সব পায়রাকে কাজে লাগানো হত, তারা এই ছোট্ট ঘরেই থাকত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে অস্থায়ী সরকার বা মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়। মন্ত্রীসভার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হয়েছিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলার এক আমবাগানে, যার অবস্থান আমঝুপি নীলকুঠির কাছেই। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই নীলকুঠিকে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

বাংলায় নীলকর সাহেবদের অত্যাচার এবং নীল বিদ্রোহের ইতিহাস আমরা সবাই জানি। ১৭৭৭ সালে ফরাসি বণিক লুই বোনার্ড প্রথম ভারতে নীল চাষ শুরু করেন। ক্যারল ব্লুম নামের এক ইংরেজ নীলের বাণিজ্যিক উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তখন নীলের ব্যবসা ছিল খুব লাভজনক। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মুনাফা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল বাংলায় উৎপাদিত নীল। ১৮৩০ সাল নাগাদ সারা বাংলায় ১ হাজারেরও বেশি নীলকুঠি ছিল বলে জানা যায়।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।